২৪-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ২৪-০৪-৬৫ মধুবন

"জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র (wisdom) হল জীবনে সুখ আর শান্তির আধার"

গীতঃ - মানুষ আজ অন্ধকারে আছে . . .

ওম্ শান্তি । গীতে তোমরা শুনেছ, আমরা মানুষ সকল অন্ধকারে আছি । কিন্তু আজ দুনিয়া তো মনে করে যে আমরা অনেক আলোর মধ্যে আছি, কতো আলোকিত হয়েছে ! আমরা চাঁদে পর্যন্ত যেতে পারি, আমরা আকাশে এবং নক্ষত্র মাঝে ভ্রমণ করতে পারি । মানুষ আজ কি না করতে পারে ! এই সমস্ত জিনিস দেখে মানুষ ভাবে অনেক আলো এসে গেছে । অথচ গীতে বলে, আমরা অন্ধকারে আছি । তাহলে কোন্ ব্যাপারে সেই অন্ধকার ? যখন এত গবেষণা করছে, চন্দ্র -তারা পর্যন্ত যাওয়ার সাহস করছে ! এতকিছু হওয়া সত্ত্বেও যে জিনিস তোমাদের লাইফে প্রয়োজন, যে লাইফ সুখ আর শান্তিতে সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন তা' তাদের কাছে নেই । মানুষ এই দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতিসাধন করেনি । লাইফে সুখ শান্তির বদলে আরও দুঃখ অশান্তি বেড়েই যাচ্ছে । সুতরাং এর থেকে প্রমাণ হয়, মানুষের যা প্রয়োজন সেটাই কম হয়ে যাচ্ছে । এই উপলব্ধির অভাবই অন্ধকার । এখন দেখ, ঘরে বসেই অন্য জায়গার সব জিনিস দেখতে পাচ্ছে, অন্য স্থানে লোকের সাথে কথা বলতে পারছে, তাদের কাছে টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদির মতো সব জিনিস আছে, কিন্তু আমরা যেটাকে মনের সুখ শান্তি বলি, সেই জিনিস এখনো তাদের কাছে নেই, তাই না ! অন্ধকার এই অনুভূতির আর এই কারণেই বলা হয় মানুষ আজ অন্ধকারে । আজ মানুষ অসুখবিসুখ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য কতো চিকিৎসা, কতো ওষুধপত্র ইত্যাদি তৈরি করছে, কিন্তু তবুও রোগী বেড়েই যাচ্ছে এবং তাদের দুঃখ অশান্তি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে । এইজন্য তারা ডাকে, "তোমাকে এখন আসতে হবে" ! তারা কাকে ডাকে ? এইজন্য তারা কোনো মানুষকে ডাকেনা, তারা পরমাত্মাকে ডাকে । মানুষের কাছে তো দেওয়ার মতো নেইও কিছু । যখন আমরা বলি, 'মানুষ' , তো তার মধ্যেই সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মা ইত্যাদিগণ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় । যারা তোমাদের পার করবে বলে ভাবছ, তারা নিজেরাই তো মানুষ আর সব মানুষ অন্ধকারে, এইজন্য আমাদের যা প্রয়োজন সেটা আমরা খুঁজে পাচ্ছিনা । তারপরেই আমরা পরমাত্মাকে ডাকি, সেইসঙ্গে গেয়েও থাকি "তুমি অন্ধের যষ্ঠি" । কিন্তু আমাদের এই অন্ধত্ব কিভাবে ? এমন নয় যে, দেখার জন্য আমাদের চোখ নেই । এই পদার্থ এবং সবকিছু দেখার জন্য আমাদের চোখ থাকলেও সেই নেত্র নেই, যাকে জ্ঞান-নেত্র বলা হয় । এই নেত্র অথবা উইশডম আমাদের নেই, লাইফে পূর্ণ সুখ এবং শান্তি আমরা কিভাবে আনতে পারি ! যাই হোক, সেই জ্ঞান নেত্র এখান থেকে অর্থাৎ ললাট থেকে বেরিয়ে আসবে না । চিত্রকরেরা দেবতাদের চিত্রে তৃতীয় নয়ন দেখিয়েছে, তা'তে অনেকে মনে করে বোধহয় কখনো তিন নেত্রযুক্ত মানুষ ছিলো, অথচ তিন নেত্রযুক্ত মানুষের অস্তিত্ব থাকতেই পারেনা । এই যে সমস্ত ছবিতে অলঙ্কার দেখানো হয়েছে, সেইসবেরও অর্থ বুঝতে হবে । কখনো তিন নেত্র কোনো মানুষের হয়ই না, তারা দেবতাই হোক বা অন্য কেউ ! মানুষই দেবতা আর মানুষই অসুর । সেটা হলো মানুষের কোয়ালিফিকেশন । যাই হোক, এটা এমন নয় যে তারা মানুষের শরীরের আকার পরিবর্তন করে দেয়, যাতে কারও চতুর্ভূজ থাকবে, কারও বা তৃতীয় নয়ন থাকবে । অথবা কেউ যদি অসুর হয় তো তার আকারে ভিন্ন কিছু হবে । যখন মানুষ ডিসকোয়ালিফায়েড হয়, তখন তাকে অসুর বলা হয়ে থাকে আর যখন তার কোয়ালিফিকেশনে সে সর্ব গুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়, তখন সে হয় দেবতা । যতই হোক, শরীরের আকারে কোনও ফারাক হয়না,

তাদের কোয়ালিফিকেশনে অবশ্যই ফারাক হয়, তোমরা এটাকে পবিত্র অপবিত্র অথবা গুণ অপগুণ সম্পন্ন বলো বা ভ্রষ্টাচার অথবা শ্রেষ্ঠাচার হওয়া বলো, এই সব শব্দই আচরণের ভিত্তিতে প্রয়োগ হয় ।

চার ভুজেরও অর্থ আছে, দুই ভুজ নারীর দুই ভুজ পুরুষের অর্থাৎ নরের । সুতরাং, নর-নারী যখন পবিত্র হয়, তখন কিংডমের সিম্বল হিসেবে চতুর্ভুজের ডবল ক্রাউন হওয়ার ছবি দেখানো হয় । যখন এমন রাজত্ব ছিল, তখন সেই রাজত্বে সব নর ও নারী সুখী ছিল, সুতরাং, সেটাই চতুর্ভুজ রূপে তারা দেখিয়েছে এবং রাবণকে দশ মাথা সমেত দেখিয়েছে । এরও সাংকেতিক অর্থ আছে । দশ মাথাসহ কোনো মানুষ হয়না । এও বিকারের এক সিম্বল, প্রবৃত্তি যখন অপবিত্র হয়, তখন পাঁচ বিকার স্ত্রী'র এবং পাঁচ বিকার পুরুষের, সব একসাথে মিলিয়ে তারা দশ মাথা দেখিয়েছে । সুতরাং, এই নর নারী যখন অপবিত্র হয়, সংসার তখন অনেক দুঃখী হয় আর নর নারী যখন পবিত্র তো সংসারও সুখী । মানুষ যখন পবিত্র তখন তারা ন্যাচারালি হেলদি, তাদের গঠনে, বৈশিষ্ট্যে অথবা ন্যাচারাল বিউটিতে ফারাক হতে পারে । কিন্তু এটা এমন নয় যে তারা তিন আঁখি অথবা দশ মাথা হবে ।

বাবা বলেন, দেখ, এটাই জ্ঞান নেত্র । এই নলেজের নেত্র দ্বারাই সদা সুখ শান্তি প্রাপ্ত করতে পারো । এখানে তো সব মানুষ খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, যত খোঁজ করছে ততই দুঃখ অশান্তি বেড়েই চলেছে । দেখ, খোঁজ তো করে সুখের জন্য । কিন্তু তবুও তারা সেইসব জিনিসেরই উদ্ভাবন করছে যা আরও দুঃখের কারণ হবে । একবার বম্ব ইত্যাদির দিকে দেখ, কি কি সব জিনিস তারা আবিষ্কার করছে ! অথচ এই সায়েন্স যদি ভালোভাবে কাজে ব্যবহার করা হতো তাহলে তারা অনেক জিনিসের থেকে সুখ পেতে পারতো । যতই হোক, তাদের হলো বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি , এইজন্য সেই বুদ্ধি দ্বারা সব কাজই উল্টো হয়ে যায় । এই সময় এখন বিনাশের, সেইজন্য বুদ্ধি উল্টো কাজই করে । তারা দুনিয়ার বিনাশের কথাই ভাবে আর এই কারণেই বলা হয়, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি । কিসের থেকে বিপরীত বুদ্ধি ? পরমাত্মার থেকে । সুতরাং, এখন পরমাত্মার প্রতি কারও প্রীতি নেই । সবার প্রীতি মায়ার সাথেই ।

কেউ কেউ আবার ভাবে, তারা তাদের চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছে, তা' মায়া । এই শরীর মায়া, এই সংসার মায়া, এই ধন-সম্পত্তিও মায়া । যাই হোক এইসব মায়া নয় । ধন-সম্পত্তি তো দেবতাদের কাছেও ছিলো । শরীরও দেবতাদের ছিলো এবং তাঁরা দুনিয়ায় বিদ্যমান ছিলেন । তাহলে কি সেই মায়া ছিলো ? না । পাঁচ বিকারকে মায়া বলা হয়ে থাকে । বিকার হলো মায়া আর মায়াই দুঃখের কারণ । ধন সম্পত্তি দুঃখদায়ী জিনিস নয় । সম্পত্তি সুখের সাধন, কিন্তু সেই সম্পত্তিকে ইমপিওর কে বানিয়েছে ? পাঁচ বিকার (মায়া) । সুতরাং মায়ারুপী বিকারের জন্য সবকিছু দুঃখের কারণ হয়ে গেছে । এখন ধন থেকেও দুঃখ, শরীর থেকেও দুঃখ, সব জিনিস থেকে এখন দুঃখের প্রাপ্তি । কারণ সবকিছুতে এখন মায়ার প্রবেশ ঘটে গেছে, এইজন্য বাবা বলেন, এখন এই মায়ার থেকে পরিত্রাণ পেলে তখনই তোমার এই শরীর থেকে, সম্পত্তি থেকে এবং সংসার থেকে সবসময় সুখ পাবে, যেমন দেবী দেবতাদের ছিলো ।

তবে মায়ার থেকে নিস্তার পাওয়ার অর্থ এই নয় যে তুমি শরীর ছেড়ে চলে যাও, বা এই দুনিয়াতে তুমি ফিরেই আসোনি । এইভাবেও অনেকে ভাবে যে এই সংসারই মায়া, অথবা তারা বলে, জগৎ মিথ্যা কিন্তু জগৎ মিথ্যা নয়, জগৎ অনাদি, একে মিথ্যা বানানো হয়েছে । বিকারের কারণে মানুষ

দুঃখী হয়ে আছে । এখন এই দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে হবে । এই দুনিয়া পবিত্র ছিল । সেই পবিত্র দুনিয়ায় দেবতাগণ থাকতেন, তাঁরা এই দুনিয়ারই মানুষ ছিলেন । দেবতাদের দুনিয়া ওপরে কোথাও ছিলোনা । মানুষ অর্থাৎ আমরা যখন দেবতা ছিলাম তখন সেই দুনিয়াকে স্বর্গ অথবা হেভেন বলা হতো । আমরা মানুষই স্বর্গবাসী ছিলাম, অর্থাৎ সেই সময় ছিল স্বর্গের এবং স্বর্গে আমাদের জেনারেশন (প্রজন্ম) অব্যাহত ছিল । সুতরাং এই সমস্ত ব্যাপার বুঝে মায়াকে সমাপ্ত করতে হবে অর্থাৎ বিকারকে জিততে হবে, কারণ এই ধনও এখন বিকারী কর্মের ভিত্তিতে হওয়ায় সেটাও দুঃখের কারণ হয়ে যায় । শরীরও বিকারের দ্বারা নির্মিত হওয়ায়, তাতেও রোগ, অকাল মৃত্যু হতে থাকে এবং এই কারণে তাতেও দুঃখ পেতে হয় । নয়তো আমাদের শরীরে কখনো রোগ ছিলনা, কখনো অকাল মৃত্যু হতোনা কারণ সেই শরীর তৈরি হতো পবিত্রতার (নির্বিকার হওয়ার) বল দ্বারা, এখন তা' বিকার দ্বারা উৎপন্ন হয়, এই কারণে তাতে দুঃখ থাকে । এখন এই দুঃখ থেকে বেরনোর জন্য এবং সংসারকে সুখী বানানোর জন্য তাঁকে (পরমাত্মাকে) ডাকে । সুতরাং দেখ, বাবা এখন আমাদের জ্ঞানের (বোধবুদ্ধিসম্পন্ন) তৃতীয় নেত্র প্রদান করছেন, যা আমাদের বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । জ্ঞানের এই তৃতীয় নেত্র আমরা ব্রাহ্মণ সকলের কাছে আছে, দেবতাদের কাছে নেই । প্রথমে আমরা শূদ্র ছিলাম, শূদ্র অর্থাৎ বিকারী, এখন বিকারী হওয়া থেকে পবিত্রতার মার্গে আমরা পা রেখেছি । সুতরাং আমরা ব্রাহ্মণ হয়ে গেছি । একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই ত্রিনেত্র আছে এবং যখন আমরা দেবতা হই, তখন প্রারব্ধ লাভ করি । দেবতাদের আর জ্ঞান নেত্রের আর প্রয়োজন হয় না এবং এবং এই কারণে যেসব অলঙ্কার সমেত তাঁদের দেখানো হয়েছে, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি সব ব্রাহ্মণের, দেবতাদের নয় ।

এই শঙ্খও জ্ঞানের, অথচ ভক্তিমার্গে তারা সেইসব স্থূল জিনিস রেখে দেয় । গদার অর্থ পাঁচ বিকারের ওপর আমাদের বিজয় লাভ । চক্র হলো চার যুগের । আমরা প্রথমে দেবতা ছিলাম এবং তারপরে আমরা নীচে এসেছি, এখন বাবা এসেছেন আবারও আমাদের শ্রেষ্ঠ বানাতে । আমরা এখন আমাদের চক্র সম্পূর্ণ করেছি । সুতরাং, এটাই স্ব-দর্শন চক্র, অর্থাৎ স্ব-কে দর্শন অর্থাৎ নিজেকেই নিজের সাক্ষাৎ হওয়া । কেউ কেউ বলতে পারে, পুরানো কিভাবে হয়েছে ? ওহ্ ! এটা তো প্রকৃতির নিয়ম । সময়ের সাথে সাথে সবকিছু পুরানো হতেই হয় । কোনকিছু যখন পুরানো হয়ে যায় তখন নতুন বানানো হয় । এই সমস্ত জিনিস বুঝতে হবে । প্রতিটা জিনিসের এবং প্রতিটা পরিস্থিতির নিজস্ব নিয়ম ! এইজন্য এখন আমাদের পুরুষার্থ করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বে নিয়ে যেতে হবে এবং নতুন হতে হবে । সুতরাং, তোমরা বলতে পারোনা যে বাবা যখন ছিলেনই তখন কেন আমাদের নীচে পড়ে যেতে দিয়েছেন ? তিনি আমাদের পড়ে যেতে দেননি । কিন্তু আমরা যদি না পড়ি অর্থাৎ নীচে না নামি তবে বাবা এসে কিভাবে আমাদের শ্রেষ্ঠ বানাতেন ! আমাদের ওপর থেকে পতন হয়েছে তাইতো তিনি এসেছেন । তাঁর গায়নও আছে, পতিতকে পবিত্র বানানোর কারিগর , যদি পতিতই কেউ না হয়, তবে আমরা কিভাবে তাঁকে বলবো পবিত্র বানানোর কারিগর ? সুতরাং, পতিত হতে হবে, তারপর পবিত্র হতে হবে, তারপর আবার পবিত্র থেকে পতিত হতে হবে, এটা চক্র এইজন্য এই চক্রকেও ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং নিজেকে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে হবে, পূজনীয় হতে হবে, তখন আমাদেরও মহিমা হয় । মহিমা তাঁদেরই হয় যারা গায়নযোগ্য হয় এবং যিঁনি গায়নযোগ্য বানান । এতে উভয়কেই প্রয়োজন, তাই না ! যারা পূজনযোগ্য আর যিঁনি সেইরকম যোগ্য বানান । এটা আদৌ তেমন নয়, যে নিজেই সেইরকম হবে আর অন্যদেরও সেইরকম বানাবে ! যে আত্মা সেই পরমাত্মা, পরমাত্মাই আত্মা , এইরকম তো নয়, তাই না ? যারা পবিত্র হয় এবং যিঁনি তোমাদের সেইরকম বানান, উভয়ই আলাদা । এইজন্য এইসব ব্যাপারে কখনও বিভ্রান্ত হয়োনা । আমাদের সেইরকম হতে হবে, শ্রেষ্ঠ হতে হবে,

পুরুষার্থ করতে হবে । যথার্থ পুরুষার্থ কি সেই বিষয়ে বাবা এসে আমাদের বুদ্ধি দেন । শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির পুরুষার্থ কি, সেটা তিনি এখন শেখান । এত সময় ধরে সেই পুরুষার্থ কিভাবে করতে হবে, আমাদের কেউ শেখায়নি, কারণ যারা শেখানোর তারা নিজেরাই সবাই চক্রের আবর্তনে ঘুরছে, তাই না ! একেশ্বর, যিঁনি আমাদের শ্রেষ্ঠ বানান তিনি এখন এসেছেন এবং এসে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য কিভাবে আমাদের পুরুষার্থ করতে হবে তা' শিখিয়ে দেন । এটা আমরা যতটা ধারণ করি, সেই অনুযায়ী আমরা প্রারব্ধ লাভ করি । এই সব নলেজ আমাদের বুদ্ধিতে আছে, তারজন্য আমাদের কি মেহনত এবং কি পুরুষার্থ করতে হবে, সেই ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে । চক্রকে তো তার নিজের সময়ে চলতেই হবে ।

বাবা যে এইরকম শ্রেষ্ঠ কার্য করার জন্য এখন উপস্থিত হয়েছেন, তা' থেকে আমাদের পুরোপুরি লাভ নিতে হবে । যীশুখ্রিস্ট, বুদ্ধ বা অন্য যারাই এসে তাদের কার্য করেছিল, সেই কার্য আলাদা, সেটা আমাদের উতরতি কলা অর্থাৎ অবরোহন কলার সময়ের । এখন আমাদের চড়তি কলার অর্থাৎ আরোহণ কলার, সুতরাং সময়টাও আমাদের বুঝতে হবে । এই সময়, আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার, তাদের উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার । সেই ধর্মস্থাপকেরা তো আসেই দ্বাপরকাল থেকে এবং কলিযুগকে নীচে নামতেই হয় । সুতরাং তাদের নীচে নামতেই হয় এবং পবিত্র থেকে পতিত হতেই হয়, সেইজন্য তাদের সম্বন্ধে এটা বলা যায় না যে তারা পাতিতকে পবিত্র বানায় । না, এটা একমাত্র একাধিপতি এসেই পতিতকে পবিত্র করেন, অর্থাৎ তিনি সব আত্মাকে গতি-সদগতিতে নিয়ে যান, সুতরাং রেস্পন্সিবিলিটি তো 'এক' -এরই হয়ে গেল, তাই না ! কোনো আত্মা, যত মহান আত্মাই হোক, যখন সে প্রথম নীচে নেমে, তখন সে পবিত্র, তারপর তাকে নীচে নামতেই হয় । কারণ চক্রের টার্ন সেইরকমই অর্থাৎ চক্র সেইভাবেই ঘোরে আর সেই কারণে তাকেও নীচে নেমে যেতে হয় । নিজের নিয়মানুসারে সবাইকে নিজের সেই চক্র পার করতেই হয় । সুতরাং এখন আরোহণের সময় এবং একমাত্র 'এক'ই' নিমিত্ত, যিঁনি আমাদের ওপরে নিয়ে যান । সুতরাং, বাবার থেকে এখন আমাদের সেই সৌভাগ্য নিতে হবে । আচ্ছা ।

এখন এখানে তোমাদের অনেক ইনকাম হচ্ছে, একের শতগুনে বা হাজার গুনে জমা করছো । যেমন উৎসাহ নিয়ে করছো, সেইরকম উৎসাহ অনুযায়ীই প্রাপ্তি হয় । যারা বাধ্যবাধকতায় কিছু করে বা এতে বিরক্ত হয়ে অনেক অসুবিধার সাথে কিছু করে, অথবা দেখানোর জন্য করে, তাদের সেই হিসেবে প্রাপ্তি হয় । কারও কারও মধ্যে থাকে যে দুনিয়ার লোক যেন দেখে তারা কি করেছে . . . কেউ কেউ দানও করে সবাইকে দেখানোর জন্য, যাতে সবাই এই ব্যাপারে জানতে পারে । সুতরাং, দানের অর্ধেক শক্তিই চলে যায়, এইজন্য গুপ্তদানের মাহাত্ম্য অনেক, তার মধ্যে শক্তি থাকে । এর থেকে তোমরা অনেক বেশি লাভ করতে পারো । তাছাড়া, শো (show) করলে সেটার মূল্য কম হয়ে যায় । সুতরাং করারও একটা ধরণ আছে । সতোগুণী, রজোগুণী, তমোগুণীভাবে সবকিছু করার মধ্যেও একটা হিসেব আছে । সুতরাং, কিভাবে আমরা কর্মকে শ্রেষ্ঠ বানাবো এবং সবকিছু কিভাবে আমাদের করা উচিৎ যাতে আমরা আমাদের ভাগ্য শ্রেষ্ঠ বানাতে পারি ! সুতরাং সেটা বানানোরও ধরণ তোমাদের জানা উচিৎ । যদি তোমরা এইরকম ভালো পথে চলছো, তবে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তৈরি হতে যাচ্ছে । আচ্ছা !

বাপদাদা এবং মায়ের মিষ্টি মিষ্টি খুব ভালো এবং সুযোগ্য বাচ্চাদের প্রতি স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

বরদানঃ – বাবা সমান বেহদের বৃত্তি রাখতে সমর্থ মাস্টার বিশ্ব – কল্যাণকারী ভব

বেহদের বৃত্তি অর্থাৎ সকল আত্মাদের প্রতি কল্যাণকারী মনোভাব রাখা, এটাই বিশ্বকল্যাণকারী হওয়া । শুধু নিজের বা নিজের হদের আত্মাদের কল্যাণার্থে নিমিত্ত হওয়া নয়, বরং তোমার সবার প্রতি কল্যাণের মনোভাব থাকতে হবে । যারা নিজের উন্নতি, নিজস্ব প্রাপ্তি এবং তৃপ্তিতে খুশি হয়ে চলে, তারা স্ব-কল্যাণী । কিন্তু যারা বেহদের মনোভাব নিয়ে বেহদের সেবায় বিজি (busy) থাকে তাদের বলা হয়, বাবা সমান মাস্টার বিশ্ব কল্যাণকারী ।

স্লোগানঃ – নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান, লাভ-ক্ষতিতে যারা নিবৃত্ত থাকে, তাদেরই বলা হয়, 'যোগী তু আত্মা' ।